10 OCT 1989

দৈনিক সংবাদ

...00 181

সংবাদ

ঢাকা : মঙ্গলবার, ২৫শে আশ্বিন ১৩৯৬

আহ্বান জানানোর বাতিক

ঢাকা শহরের অনতিদূরে অবস্থিত ধামরাই সরকারী কলেজের একটি অপ্রীতিকর ঘটনা সম্পর্কে একটি জাতীয় দৈনিকের শেষ পৃষ্ঠায় কিছু দিন আগে যে সংবাদ ছাপা হয়েছে তা নানা দিক থেকে অসম্পূর্ণ হলেও এটুকু মোটামুটি পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, কয়েকজন ক্রুদ্ধ ছাত্র ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের ঘরে জোরপূর্বক ঢুকে তাকে লাঞ্ছিত করে।

রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে যে ছাত্ররা এ কাজ করে তারা পরীক্ষায় পাস করতে পারেনি ; কিন্তু প্রমোশনের দাবীদার। ওই দলে কেউ কেউ ছিলো যারা ভর্তি পরীক্ষায় অসফল হয়। ভর্তি পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণগণ ভর্তির জন্যে পীড়াপীড়ি করেছিলো নাকি অনুত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও ভর্তি হবার দাবী তুলেছিলো সে সম্পর্কে খবরটিতে পরিষ্কারভাবে কিছু বলা হয়নি।

খবরের এক জায়গায় আছে এই অপকর্মের সঙ্গে জড়িত ছাত্ররা ছিলো সশস্ত্র এবং সশস্ত্র অবস্থায় তারা অধ্যক্ষকে (অধ্যক্ষের ওপর) হামলা করেছিলো। অস্ত্রের ঝনঝনানি হয়েছিলো শুধু নাকি অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিলো সে সম্পর্কেও খবরটিতে কিছু নেই। ধামরাই সরকারী কলেজে এই অতি বাজে এবং ধিক্কারযোগ্য ঘটনাটি কবে ঘটেছিলো সে কথাটিও রহস্যজনকভাবে পরিবেশিত খবরে অনুপস্থিত।

বার্ষিক পরীক্ষায় এবং ভর্তি পরীক্ষায় ফেল করেও যারা প্রমোশন ও ভর্তি হবার সুযোগ পেতে চায় তারা নষ্টমতি এবং করুণার পাত্র। নিজের যোগ্যতাবলে নয় বরং বাহুবল খাটিয়ে অনেককেই অভীষ্ট লাভের নেশায় পেয়ে বসেছে। এক্ষেত্রে ছাত্ররাই বা পিছিয়ে থাকবে কেন ! এমন কথা বলে দোষী ছাত্রদের সনাক্ত না করে অনেকেই অন্য লোকদের দোষের কথা টেনে এনে বিদ্যাবুদ্ধি ও বিচক্ষণতার পরিচয় তুলে ধরতে আগ্রহী। ব্যক্তিগত নিরাপত্তার খাতিরে এবং ভীরুতার জন্যে অনেক নামীদামী লোক এ ধরনের কথা বলেন। বিবেকে বাধে না বলেই বলেন। এ নিয়ে তর্ক তুলে লাভ নেই। এ ধরনের স্বঘোষিত মোড়ল সমাজের ও দেশের নানা ব্যাপারে কথা বলতে ভালোবাসেন এবং মনে করেন যে, এভাবে বাক্যনবাবীর সাহায্যে তারা নিজেদের সমাজমনস্কতা ও খাঁটি দেশপ্রেমের পরিচয় নানা উপলক্ষে তুলে ধরার ফলে দেশ, সমাজ ও জাতির উপকার করছেন। আসলে যা হয়েছে তা হলো এ জাতীয় লোকদের মধ্যে দেশের বাকী লোকজন স্বার্থপরতা ও চালাকির ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে দেখতে পান। ধামরাই সরকারী কলেজের কিছু ছাত্রের উচ্ছৃংখল আচরণ সম্পর্কে এ ধরনের চালাক-চতুর লোকদের বিবৃতিও খবরের কাগজে ছাপা হবে তেমন আশা করা বর্তমান অবস্থায় অস্বাভাবিক কিছু নয়। এ ধরনের বুদ্ধিজীবী, সমাজসেবক, সাংস্কৃতিসেবকের আধিক্য দেশে এতো বেশী যে, প্রতিদিনই ধরি মাছ না ছুঁই পানি জাতীয় বিবৃতি, ভাষণ ও মুখরোচক কথামালা এবং সঙ্গে কিছু ধরতাই বুলি পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়। এ ধরনের স্বাক্ষর সুখী, বিবৃতিবাজ ও বাক্যনবাব-মনীষীদের কল্যাণে দেশের প্রকৃত অন্যায়,সম্পর্কে নানা উদ্ভট কথাই শোনা যায়। কোনো অন্যায়ই এদের চোখ এড়ায় না তবে সে অন্যায়কে সমাজের আমূল পরিবর্তনের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে নিরাপদ দূরত্বে বসে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে স্বআরোপিত দায়িত্ব পালনে তারা তৎপর। কেননা এতোসব করার পর তাদের বাজারমূল্য বাড়ে এবং তাই ভাঙ্গিয়ে গাছেরটাও খাওয়া যায় তলারটাও কুড়িয়ে নেয়া যায়। এ ধরনের আচরণবিধি রাজনীতির ক্ষেত্রে অনুসৃত হচ্ছে বরাবরই। অন্য গোত্রের বিবৃতিদাতা এবং বক্তাগণ রাজনীতি থেকে এই বিচিত্র আচরণবিধি নিজেদের কাজে ব্যবহারের জন্যে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অন্য গোত্রের মেলা শিক্ষিত লোক আজকাল রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হবার ফলে ওই অদ্ভুত কায়দা-কৌশলের খোঁজ-খবরটি পেয়ে গেছেন সে সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করার কোনো উপায় আজ আর নেই।

ধামরাই সরকারী কলেজ বিপথগামী কয়েকজন ছাত্র অধ্যক্ষকে লাঞ্ছিত করে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা নতুন কোনো দৃষ্টান্ত নয়। এমন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় নেই যেখানে অধ্যক্ষ এবং শিক্ষকগণ এই পরিস্থিতিতে পড়েন না। এর চেয়েও ভয়াবহ পরিস্থিতি মাঝেমধ্যেই দেখা দেয়। ধামরাই কলেজের ছাত্রনামধারী তরুণ দুষ্কৃতকারীরা স্থানীয়ভাবে কি পরিমাণ ত্রাসের সঞ্চার করেছে প্রকাশিত খবর থেকে তার পরিমাপ করা সম্ভব।

অপ্রীতিকর এবং নিন্দাযোগ্য খবরটি যেহেতু নানা দিক থেকে অসম্পূর্ণ সে কারণে স্থানীয় সন্ত্রাসের মাপ-পরিমাপের জন্যে ঘটনা পরম্পরার প্রতি ভালোভাবে মনোনিবেশ করার প্রয়োজন হবে। মতিচ্ছন্ন, নষ্ট স্বভাব ছাত্ররা যে কুকর্মটি করলো সে সম্পর্কে কলেজের অন্যান্য শিক্ষক ও কর্মচারিগণ বিবৃতি দিয়ে ঘটনার প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তারা এ ধরনের অবাঞ্ছিত ঘটনা থেকে ছাত্রদের বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। ব্যস ওটুকুই। সশস্ত্র অবস্থায় অধ্যক্ষকে লাঞ্ছনা করার জন্যে, অন্যায় দাবী নিয়ে এধরনের অপকর্মে লিপ্ত হবার জন্যে সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের কলেজ কর্তৃপক্ষ কোনো শাস্তি দিয়েছেন তেমন কথা বিবৃতিতে নেই। এ ধরনের উচ্ছৃংখল ও বাজে ছাত্রদের যথাযোগ্য শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা কলেজ কর্তৃপক্ষ বা প্রশাসনের আছে। কলেজ প্রশাসনের সাধ্যে না কুলালে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারীদের সাহায্য নেওয়া যেতো। এ ক্ষেত্রে বিবৃতির মেরুদণ্ডের দুর্দশা দেখে মনে হয় উচ্ছৃংখল ছাত্রদের কোনো শাস্তি হয়নি। অথচ এমন আচরণ যে শাস্তিযোগ্য অপরাধ সে সম্পর্কে কেউ দ্বিমত পোষণ করবেন বলে মনে করার কারণ নেই। ধরি মাছ না ছুঁই পানি জাতের বিবৃতি দিয়েই কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের কর্তব্য পালন করেছেন। হবে হয়তো ওই সরকারী কলেজের পরিবেশগত অবস্থা এমনি শোচনীয় যে কলেজ প্রশাসন, শিক্ষক ও কর্মচারীদের পক্ষে এই ধরনের বিবৃতি দিয়ে দায়সারা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

কলেজের পরিবেশগত দুর্দশা ও ছাত্রদের নানা অপকীর্তির জন্যে ছাত্ররাই কেবল দায়ী একথাও অনেক ক্ষেত্রে সত্যি নয়। ছাত্রদের মতো অনেক শিক্ষক হয়তো এতোই বাজে লোক এবং তাদের অযোগ্যতা, দুর্নীতি, অপশাসন শিক্ষাঙ্গনগুলোকে কলুষিত করে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দিকে তাকালেই মোটামুটি এসব মন্তব্যের সমর্থন মেলে। সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের অনুকরণে অন্য শিক্ষালয়গুলোতেও যে একই কাজ চলছে তার উদাহরণ প্রচুর। এর ফলে ছাত্রদের লেখাপড়া গোল্লায় গেছে, জ্ঞানচর্চার বদলে ছাত্র-শিক্ষক মিলে বাহুবলের পরীক্ষায় অবতীর্ণ এবং অনেক শিক্ষালয়ই এখন নরকের শেষ ধাপে এসে ঠেকেছে। এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের নিয়মনীতির প্রতি আনুগত্য, শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, এদুর্বিনীত আচরণ ছাত্রদের কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। ছাত্র-শিক্ষককে কার ক্রীড়নক বোঝা দায়। আবার এরা বাইরের আর কারো ক্রীড়নক হয়ে থাকলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

অবাঞ্ছিত ঘটনা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন ধামরাই কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারিগণ। খালি আহ্বান জানালেই অবাঞ্ছিত ঘটনা আর ঘটবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়। অবাঞ্ছিত ঘটনা যারা ঘটান তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করে এ ধরনের আহ্বান জানালে তার একটা অর্থ বোঝা যেত। অন্যদিকে তাকালেও দেখা যায় যেমন রাজনীতি বা সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে নেতা-নেত্রীগণ গলা কাঁপিয়ে আবেগপূর্ণ ও ওজস্বিনী ভাষায় দিনের পর দিন হেনতেন জানা কর্তব্য সম্পর্কে জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছেন। নেতৃস্থানীয়দের আহ্বান জানানোর বাতিকে পেয়েছে কেননা যার যার করণীয় কাজে তাদের আর মন নেই। শিক্ষকরাও আহ্বান-মার্কা স্বর্ণমণ্ডিত পথের খোঁজ পেয়ে গেছেন।